৭.৪ আন্ত: বাহিনী সমূহ

২২। ব্যর্থ সরবরাহ ঠিকাদারের নিকট হইতে ঝুঁকি ক্রয়ের টাকা আদায় না করায় সরকারের ৯,০৪,৮৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহা পরিদপ্তর (ডিজিডিপি), ঢাকা এর ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঝুঁকি ক্রয় রেজিষ্টার যাচাই করিয়া দেখা যায় যে, প্রথম সরবরাহকারী মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হইলে পুনরায় দরপত্র আহবানের মাধ্যমে দ্বিতীয় ঠিকাদারের নিকট হইতে মালামাল সংগ্রহ করায় সরকারের অতিরিক্ত ৯,০৪,৮৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। যাহা ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন (এফ আর আর্মি ও বিমান) পার্ট-১ এর রুল-২৩৩ মোতাবেক ব্যর্থ সরবরাহ ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায়যোগ্য। কিন্তু উক্ত টাকা ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হইতে অদ্যাবধি আদায় করা হয় নাই, যাহা পরিশিষ্ট-১৭ এ দেখানো হইল।

আলোচনাকালে ইউনিট কর্তৃপক্ষ টাকা আদায় করিয়া নিরীক্ষাকে জানাইতে সম্মত হন্।

অত:পর আপত্তি ১/৮/৯৯ ইং তারিখে স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করত: সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ফরমেশনকে অবহিত করিয়া ২১/৯/৯৯ ও ২১/১০/৯৯ ইং তারিখে দুইটি তাগিদপত্র ইস্যু করার পরও আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৫/১০/৯৯ তারিখে বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া আধা-সরকারী পত্রের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিস্পত্তি মূলক জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। আধা-সরকারী পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮/১২/৯৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ফরমেশনকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ৯,০৪,৮৫০ টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

২৩। ইজারা/লীজ হইতে প্রাপ্ত আয়ের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৭,৭৫,০০০ টাকা ক্ষতি।

ডি এম এল এন্ড সি, ঢাকা সেনানিবাসের ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক সালের হিসাবের উপর স্থানীয় যাচাই নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনটি লেক ও প্রচুর বাগান রহিয়াছে এবং গার্ডেন রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ১৯৯২-৯৩ আর্থিক সালে ২,০০,০০০ টাকা এবং ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক সালে ১,৫০,০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সরকারী খাত হইতে খরচ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত লেক এবং বাগান ইজারা দেওয়ার অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, লেক্ নম্বর -১ (১লা জুন-৯২ হইতে ৩০ শে মে-৯৫ পর্যন্ত) ৫,০০,০০০ টাকায় নাহার গার্ডেন প্রাইভেট লি:, কামতা, মানিকগঞ্জ কে এবং লেক্ নম্বর-২ (১লা জুলাই ৯২ হইতে ৩০ শে জুন ৯৪ পর্যন্ত) ২,৭৫,০০০ টাকায় মেসার্স প্রভাতী প্রকৌশলী, ১০৫/৮ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, কাঁঠাল বাগান , ঢাকা-১২০৫ এর নিকট ইজারা/লীজ দেওয়া হয়। ক্যান্টনমেন্ট ল্যান্ড এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রুল-১১ মোতাবেক ইজারাকৃত সমুদয় অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

প্রাথমিক আপত্তিতে গার্ডেন রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সরকারী খাত হইতে অর্থ খরচ করা সত্ত্বেও উহার আয়/ইজারাপ্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করার কারণ জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন সঠিক জবাব প্রদান করিতে পারেন নাই।

অত:পর আপত্তিটি ৬/১২/৯৪ ইং তারিখে স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে অবহিত করা হয়। ইহার পর আপত্তি নিষ্পত্তির কোন সহায়ক জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১/১০/৯৯ ইং তারিখে ১টি তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব না পাওয়ায় বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৬/১০/৯৯ ইং তারিখে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয় । পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হইতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৩/৩/২০০০ ইং তারিখে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়কে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়া আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি আপত্তি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব বা টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

অতএব, জরুরী ভিত্তিতে ৭,৭৫,০০০ টাকা আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।